

NOTE SHEET

142/2014 of Sme/17

17-04-2017

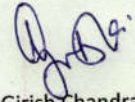
The Supreme Court in the case of Laxmi vs Union of India & others reported in 2014(4)SCC 427 directed framing of rules and payment of compensation of Rs.3 lakhs to the victims of acid attack. In the same case, in a further order reported in 2016 (3)SCC 669, it was recorded that that State of West Bengal fully complied with the directions.


Enclosed is the news item clipping of the Ananda Bazar Patrika, a Bengali daily dated 17.04.2017. From the report captioned "মিলছে না ক্ষতিপূরণ। অ্যাসিড-দহ মা ও ছেলের সঙ্গী আতঙ্কই" published by Ananda Bazar Patrika on 17th April, 2017 it appears neither adequate treatment was made available nor was any compensation paid. On the top of that the victim and his family are traumatised and also apprehensive of further danger once the accused is released from the jail.

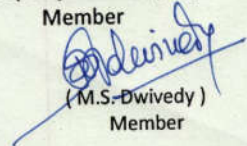
1. The Chief Secretary, Govt. of West Bengal is directed to file a response why recommendation for payment of compensation as directed in the case of Laxmi (supra), should not be made.
2. The Principal Secretary, Health & Family Welfare Deptt. is directed to take adequate steps for treatment of the victim as directed in the case of Laxmi (supra).
3. The Commissioner of Police Barrackpore is directed to keep vigil as regards safety and security of the victim and his family.

Report/response be sent to the Commission by 5th June, 2017.

Police Commissioner, Barrackpore is directed to serve a copy of this order upon the petitioner through the local Police Station.


(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson


(Naparajit Mukherjee)
Member


(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : 1. News Item dt.12-04-2017

2. Copies of Judgment in the case of Laxmi Vs. Union of India & Ors.-
2014(4)SCC 427&(2016)3 SCC 669.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject
by WRHRC

মিলছে না ক্ষতিপূরণ

অ্যাসিড-দন্ধ মা ও ছেলের সঙ্গী আতঙ্কই

কজু বসু

জোরে হাওয়া দিলেই প্লাটফর্মের ধারে নড়বড়ে স্থপতিতে দুপে ওঠে ছেঁড়াফটা কাপড়ের পর্দা।

আর মাকে আঁকড়ে ধরে কেঁপে ওঠে দশ বছরের ছেলেটা। গলা, বুক, পিঠ, হাত বেয়ে নেমে আসা অ্যাসিডের দগদগে ঘা অনেকটাই শুকিয়েছে। তবু আঁট মাস আগের দুপুরের হামলার ক্ষত সুরঞ্জিৎ কামালের মন থেকে মোছেনি।

“সত্যি বলতে, আমারও ভয় করে বুবা এ ঘরের দরজা বন্ধ করার জো নেই। কে জানে, জেল থেকে বেরিয়ে পাজি লোকটা যদি আবার আসে,” ধমধমে স্বরে বলেন সুরজিৎের মা গীতা। বিরাটি স্টেশনের ধারে অ্যাসিড আক্রান্ত মা-ছেলের বৃত্তান্ত আনন্দবাজারে প্রকাশের পরে বিকিণ্ড ভাবে কিছু সাহায্য মিলেছে। তবে নিরাপত্তাহীনতার ছবিটা পাল্টায়নি একটুও। অগস্টের দুপুরে স্টেশনের ধারে হামলাকারীর ছোড়া অ্যাসিডে মা-ছেলের দুগবহা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কার্যত টনক নড়েনি প্রশাসনের।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অ্যাসিড-হামলার ১৫ দিনের মধ্যেই আহতদের ন্যূনতম তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা। গীতা-সুরজিৎের ভাগ্যে কেন জুটল না তা।

“আমরা তো সব স্বরাষ্ট্র দফতরে লিখে পাঠিয়েছি,” বলছেন ব্যারাকপুরের মহকুমাশাসক শীঘুৎ গোস্বামী। সরকারি সূত্রে বলা হচ্ছে, রাজ্য লিগ্যাল সার্ভিস অধরিটির মাধ্যমে আদালতে না-গেলে মুশকিল

আসানের আশা নেই। আরও অনেক অ্যাসিড-আক্রান্তের মতো তাই শিকে ছেঁড়েনি বিরাটির না-ছেলের কপালে।

২৬ বছরের তরুণী বধু গীতাকে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগে দুত পশু কর্মকার নামে মাঝবয়সি লোকটির বিরুদ্ধে অবশ্য চার্জশিট পেশ করেছে পুলিশ। কিন্তু সেই অভিযুক্ত আমিন পেরে বেরোলে কী হবে, তা ভেবেই ঘুম নেই মা-ছেলের। অ্যাসিডে জখম হওয়ার দিন কয়েক আগেও পশু এক বার অ্যাসিড ছুড়েছিল বলে অভিযোগ গীতার। লক্ষ্যব্রহ্মই হওয়ার সে-বার ঘরের কিছু জানাকাপড় শুধু পুড়ে যায়। “পুলিশকে জানালোও ওরা একদম গা করেনি। তখন পুলিশ যদি ওকে ধরত, তা হলে আমরা রেহাই পেতাম,” ধারবার বলছেন গীতা।

গীতার স্বামী মধু রাজমিল্লির জোগাড়ে খোঁটা চেনে কাজের অভাবে নাজেহাল। অ্যাসিডে জখম ছোট ছেলে সুরজিৎ আর তার পিঠোপিঠি দাদা শুভদীপকে নিয়ে জেডাতালির সংসার। মা ও তাই হাসপাতালে থাকার সময়ে শুভদীপ কিছু দিন টেনে তিকে করতে বাধ্য হয়েছিল। এখন সে ফের কুলে যাচ্ছে। স্বপ্ন শোণির পুতুয়া সুরজিৎ এখনও কুলে যেতে পারছে না। তাকে পড়াচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ‘সিসি-মাসিনা’। ক্ষত সারাতে ছেলেটার গলার কাছে অস্ত্রোপচার এখনও বাকি। তাড়া করে বেড়াচ্ছে স্টেশনের খোলা স্থপতিতে জীবনযাপনের আতঙ্কও।

“কী করে যে ছেলেটাকে স্বস্তি দেব, ভেবে ভেবে কোনও কুলকিনারা পাই না,” গীতার গলায় দুর্ভাষনা।

